যায়যায়দিন

তারিখ 06 JAN 2008
পৃষ্ঠা 10 কলাম 7

বদলে যাওয়া রাজশাহী এডুকেশন বোর্ড

রাজশাহী অফিস

হেল্প বেজড কাউন্টার সিস্টেম চালু হয়েছে রাজশাহী এডুকেশন বোর্ডে। সেবার মান বৃদ্ধি ও অযথা হয়রানি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে চালু করা হয় এ পদ্ধতি। কাউন্টার সিস্টেম চালুর ফলে নানামুখী পরিবর্তন এসেছে এখানে। আগের মতো শিক্ষকদের ঘুরতে হয় না টেবিলে টেবিলে।

মহানগরীর লক্ষীপুর এলাকায় রাজশাহী এডুকেশন বোর্ডে ঢুকতেই চোখে পড়ে একটি বোর্ড। এটার নাম দেয়া হয়েছে প্রদর্শনী বোর্ড। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী এবং অন্যান্য সেবাপ্রার্থীরা যে কাজের জন্য আসবে সেসই কাজ কোথায় কিভাবে করতে হবে-সব লেখা রয়েছে ওই বোর্ডটিতে। শুধু তাই নয় বোর্ডের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক নির্ধারিত কাউন্টারে স্কুল কলেজের নানা কাজের জন্য কাগজপত্র জমা দেয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এখানে জমা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি রসিদ প্রদান করে জানিয়ে দেয়া হবে তার কাজটি কখন হবে। নির্ধারিত দিনই তাদের কাজ হয়ে যাবে। কাউন্টার থেকেই কাজের পরামর্শ তারা পাবেন। এ কারণেই এ সিস্টেমকে বলা হচ্ছে কাউন্টার সিস্টেম।

এখন টেবিলে টেবিলে না ঘুরে, দালালদের তোষামোদ না করেই সেবা প্রার্থীরা জানতে পারেন কোন কাউন্টারে ও কোন শাখায় কোন কোন কাজ হয়। কোন কাজের জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফি কতো, কতোদিন সময় লাগে সব কিছুর বিবরণ লিফলেট আকারে সরবরাহ করা হয়। সেবা গ্রহীতারাই এখন বলছেন, আগের চেয়ে এখন বোর্ডের সব কাজের মধ্যে রয়েছে অনেক বেশি স্বচ্ছতা। পাবনার একটি কলেজের প্রিন্সিপাল আবদুল গণি, রাজশাহীর তানোর মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল ইসাহাক আলী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে বোর্ডে এসে কখনো কখনো মনে হয়েছে বড় ভুল হয়তো করে ফেলেছি শিক্ষকতা পেশা বেছে নিয়ে। নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরাও যেন দম্ভভরে দুর্ব্যবহার করতো। যাহোক পরিস্থিতির পরিবর্তনে আমরা খুশি। কাউন্টার সিস্টেম যেন চালু থাকে, কার্যকর থাকে যথাযথভাবে। এছাড়া বিভিন্ন কাজে আসা শিক্ষকদের বসার জন্য, লেখার জন্যও ব্যবস্থা রাখা দরকার বলে মনে করেন তারা।

বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এনামুল হক বলেছেন, অব্যাহত থাকবে এ ধারা। শিক্ষকদের আশঙ্কার কিছু নেই। তিনি জানান, এখন তাদের বোর্ডে সব এমপ্লয়ির মধ্যে এক ধরনের টিমওয়ার্ক রয়েছে। যে হেল্প বেজড কাউন্টার সিস্টেম রাজশাহী এডুকেশন বোর্ডে চালু হলো এটা মডেল হতে পারে অন্য বোর্ডের ক্ষেত্রেও। চেয়ারম্যান আরো জানান, শিক্ষকদের সঙ্গে যেন ভালো ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করা হয় সেজন্য একটি নির্দেশ জারি হয়েছে বোর্ডে। কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি।